কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৬৬তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৬তম সভা ২৭/২/২০১১খি. তারিখ বেলা ১২.০০ ঘটিকায় ড. ওয়ায়েস কবীর, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি মহোদয় সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আলোচ্য সূচী অনুযায়ী সভার কাজ শুরু করার জন্য জনাব মোঃ বাছির উদ্দিন, সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি ও পরিচালক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে অনুরোধ জানান। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী সভার কার্যপত্র জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক, উপ পরিচালক (ভিটি), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। সভায় উপস্থিত সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৫তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৫তম সভা গত ০৩/৮/২০১০খ্রি. তারিখ ড. ওয়ায়েস কবীর, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণীটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ১৭/৮/২০১০ তারিখের ১০৫৩ (১৬) সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যবিবরনীর বিষয়ে অদ্যাবধি কোন সদস্যের নিকট হতে কোন মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায়নি। অদ্যকার সভায় উপস্থি সদস্যবৃন্দ কোনরূপ মতামত বা মন্তব্য না থাকায় পরিসমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে বলে সভাপতি মহোদয় মত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৫তম সভার কার্যবিবরণীটি সর্ব সম্মতিক্রমে পরিসমর্থিত হলো।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ আমন/২০১০-২০১১ মৌসুমের ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের ফলাফল পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

আমন/২০১০-১১ মৌসুমে ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধান বীজ কোম্পানী/প্রতিষ্ঠান (১) বায়ার ক্রপ সায়েন্স এর ১টি জাত (ক) অ্যারাইজ ধানী (এইচ ০৭০০২, ২য় বর্ষ) (২) পেট্রোকেম বাংলাদেশ লিঃ এ ২টি জাত (ক) পেট্রোআমন- ১২৫ (Pioneer 27P88) খ) পেট্রোআমন-১৩০ (Pioneer PHB 71, ২য় বর্ষ) ৩) পেট্রোকেম এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর ২টি জাত (ক) মুক্তি-১ (HB 12, ২য় বর্ষ) (৫) সুপ্রিম সীড কোং লিঃ এর ১টি জাত (ক) সুবর্ণ-৮ (HS-49) (৬) সিনজেন্টা বাংলাদেশ লিঃ এর ২টি জাত (ক) চিতা (HK 9154) (খ) রেঞ্জার (HK 303) (১০) নর্থ সাউথ লিঃ এর ২টি জাত (ক) টিয়া (HTM 707, ২য় বর্ষ) (খ) গোল্ড (HTM 303) (১০) নর্থ সাউথ লিঃ এর ২টি জাত (ক) টিয়া (HTM 707, ২য় বর্ষ) (১২) টেক এডভান্টেজ লিঃ এর ১টি জাত (ক) এগ্রোজি-২০০ (MR-14), ২য় বর্ষ) মোট ১২টি প্রতিষ্ঠান/হাইব্রিড ধান বীজ কোম্পানীর ১৬টি হাইব্রিড জাতের সাথে ব্যবহৃত চেকজাত ব্রি ধান-৩১ ও ব্রি ধান-৩৯ (পর্যবেক্ষণ চেকজাত) সহ সর্বমোট ১৮টি জাতের ট্রায়ালের উদ্দেশ্যে (এসসিএ প্রদত্ত কোড নম্বর এইচ-৬৬৪ থেকে এইচ-৬৮১ পর্যন্ত চেক জাতসহ) দেশের ৬টি অঞ্চলের ১২টি স্থানে অনষ্টেশন ও অনফার্মে ট্রায়াল বাস্তবায়নের পর মাঠ মূল্যায়ণ সম্পন্ন করা হয়।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে সকল জাতগুলো পরপর ২ বছর ট্রায়াল সম্পন্ন হয়েছে সে সকল জাতের ক্ষেত্রে ১ম এবং ২য় বছরের প্রাপ্ত অনষ্টেশন ও অনফার্মের Heterosis% এর গড় উভয় ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২০% এর অধিক পাওয়ার ভিত্তিতে (একের অধিক অঞ্চলের ক্ষেত্রে) সাময়িক নিবন্ধনের বিধান রয়েছে। ট্রায়ালকৃত জাতসমুহের প্রাপ্ত ফলাফল পর্যালোচনা ও বিস্তারিত আলোচনার জন্য আহ্বান করা হলে ড. খায়রুল বাসার, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর উল্লেখ করেন যে, হাইব্রিড জাত নিবন্ধনের জন্য পলনের একটি নির্দিষ্ট Range থাকা প্রয়োজন। আজকের প্রেক্ষাপটে Standard check ইনব্রিড জাতের ধারনা বাদ দেয়া প্রয়োজন। ড. উজ্জল কুমার নাথ প্রফেসর ও প্রধান জেনেটিক্স এন্ড প্লান্ট ব্রিডিং বিভাগ, বিএইউ, ময়মনসিংহ উল্লেখ করেন যে, Standard Check যে কোন একটি হাইব্রিড জাত দেয়া যেতে পারে। ড. খালেকুজ্জামান আকন্দ, পরিচালক (শস্য), বিএআরসি বলেন যে, একটি কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে Standard ফলনের Range কত হবে তা নির্ধারিত করা যেতে পারে। ব্যাপারে সভাপতি মহোদয় একমত পোষন করেন। জনাব মোঃ মাসুম, চেয়ারম্যান, সুপ্রিম সীড কোং উল্লেখ করেন যে, এ পর্যন্ত হাইব্রিড ধানের অনেকগুলো জাত নিবন্ধিত হয়েছে। এখন নিবন্ধনের জন্য ইনব্রিড জাতের Standard Check পদ্ধতির বদলে একটি নির্দিষ্ট ফলন বেধে দেয়া যেতে পারে। আলোচনা শেষে ট্রায়াল এর ১৬টি জাতের ফলাফল পর্যালোচনা করে নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ ২০০৯-২০১০ এবং ২০১০-২০১১ আমন মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে চেকজাত থেকে ২ বছরের গড় ফলন একের অধিক স্থানে Heterosis ২০% এর অধিক হওয়া সাপেক্ষে নিম্ন বর্ণিত জাতগুলিকে সাময়িকভাবে ও শর্তসাপেক্ষে আমন মৌসুমে চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো ঃ

ক) বায়ার ক্রপ সায়েন্স এর ১টি জাত (ক) অ্যারাইজ ধানী (এইচ ০৭০০২) ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ- ৫৪৫ ও এইচ-৬৬৯)।
খ) ব্র্যাক এর ১টি জাত (ক) মুক্তি-১ (HB12) ময়মনসিংহ, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৫৪৯ ও এইচ-৬৭৮)।

শর্ত ১ ঃ বীজ আমদানী কারক প্রতিষ্ঠান কতৃক ট্রায়াল আবেদন পত্রে অন্যান্য তথ্যের সাথে উৎস দেশের সংশ্লিষ্ট উদ্ভাবিত জাতের প্রদত্ত নাম অবশ্যই উরেলখ করতে হবে।

শর্ত ২ ঃ এক বছরে জন্য আমদানীকৃত বীজ পরবর্তী বছরে বিক্রি করা যাবে না। যে অঞ্চলের জন্য নিবন্ধন দেওয়া হবে শুধুমাত্র সে অঞ্চলেই বীজ বিক্রি করতে হবে এবং প্যাকেটের গায়ে কোন অঞ্চলের জন্য নিবন্ধনকৃত তা লিখতে হবে।

শর্ত ৩ ঃ যে নামে হাইব্রিড জাত নিবন্ধন করাহবে শুধু সে নামেই (প্যাকেটের গায়ে উল্লেখ পূর্বক) বাজার জাত করতে হবে। পরবর্তীতে কোন ক্রমেই অন্য বিকল্প নাম সংযোজন/পরিবর্তন করা যাবে না।

শর্ত ৪ ঃ বীজের গুনাগুন পরীক্ষার নিমিত্তে Supplying কোম্পানীর সাথে আমদানীকারক হাইব্রিড কোম্পানীর সম্পাদিত M0U ও Port arrival report সঠিক সময় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট সরবরাহ করতে হবে।

শর্ত ৫ ঃ পুনঃ ট্রায়ালের ক্ষেত্রে কোন জাতকে দুইবারের বেশী পুনঃট্রায়াল করার অনুমতি দেয়া যাবে না।

শর্ত ৬ ঃ হাইব্রিড ধানের জাত বিদেশ থেকে আমদানীর পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানকে নিজস্বভাবে উদ্ভাবনীতে উৎসাহিত করা হবে।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আইআর ৭৩৬৭৮-৬-৯বি (AS 996) কৌলিক সারিটি ব্রিধান ৫৫ হিসেবে বোরো মৌসুমে ছাড়করণ প্রসংগে।

ব্রি ধান ৫৫ঃ প্রস্তাবিত ব্রি ধান ৫৫ এর কৌলিক সারিটি আইআর ৭৩৬৭৮-৯বি (AS996)। ব্রি'র বর্ণনামতে প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটি (AS996 নামে ভিয়েতনামের একটি জাত) আইআরআরআই থেকে প্রাপ্ত হয়ে প্রজনন প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা নিরীক্ষা ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বোরো মৌসুমে ব্রি ধান ২৮ জাত থেকে ৫দিন নাবী এবং প্রায় ১ টন/হেঃ বেশী ফলন প্রদান করায় জাত হিসেবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। উল্লেখ্য যে, এটি আউশ মৌসুমেরও ৫.০-৫.৫ টন/হেঃ ফলন দিতে সক্ষম। ব্রি ধান ৫৫ এর পাতা গাঢ় সবুজ রঙের, ডিগ পাতা খাড়া, চাল চিকন ও লম্বা, সারা দেশে বোরো এবং আউশ মৌসুমে চাষাবাদের জন্য উপযোগী। যেখানে মধ্যম মানের লবনাক্ততা (৮-১০ ডিএস/মি.), খরা এবং ঠান্ডা সমস্যা দেখা যায় সেখানেও এ জাতটি আবাদের জন্য উপযুক্ত। ব্রি ধান ৫৫ এ রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমন প্রচলিত জাত এর চেয়ে কম হয়।

উক্ত জাতটি ২০০৯-১০ বোরো মৌসুমে দেশের ৫টি অঞ্চল যথা ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, যশোর ও রাজশাহী এর নয়টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৯টি স্থানেই জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিম করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট পাওয়া গিয়েছে।

প্রস্তাবিত জাত ব্রি ধান ৫৫ এর ব্যপারে ড. রফিকুল ইসলাম, পিএসও, ব্রি, গাজীপুর সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে সভার সকল সদস্যগণকে অবহিত করেন। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে, মধ্যম মাত্রার লবনাক্ততা সহিষ্ণু জাত, আউশ মৌসমে জীবনকাল মাত্র ১০৫ দিন কিন্তু ৫-৫.৫ টন/হেঃ ফলন দিতে সক্ষম। বোরো মৌসুমে ব্রিধান ২৮ থেকে ৫ দিন নাবী হলেও ১ টন ফলন বেশী দিয়ে থাকে। ড. উজ্জল কুমার নাথ উল্লেখ করেন যে Mean data দিয়ে জাত ছাড়করণ করা যেতে পারে তবে বিভিন্ন Location এ Standard deviation দুইটি জাতের মধ্যে তেমন Singnificant হবে না। এ ব্যাপারে ড. ছালাম, প্রতিনিধি ব্র্যাক বলেন যে, Standard deviation যাই হোক প্রস্তাবিত জাতের ফলন ৬-৭ টনের মধ্যে থাকছে যেখানে ব্রি ধান ২৮ এ ফলন হেক্টর প্রতি ৫-৬ টন। ফলে তিনি বেশী ফলন বিবেচনা করে ছাড়করণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে মহা-পরিচালক, ব্রি একই মত প্রকাশ করেন। ড. ছালেহা খাতুন, সিএসও এবং বিভাগীয় প্রধান, প্রজনন বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর বলেন যে, প্রস্তাবিত জাতটি চেক জাতের চেয়ে বিশেষ কতগুরো বৈশিষ্ট্য রয়েছে; কম হেলে পড়া, ডিগ পাতা খাড়া, ফলন অঞ্চল ভিত্তিক ১ টন বেশী, লম্বা চাল প্রভৃতি। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্ন বির্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ প্রস্তাবিত জাতটি চেকজাত থেকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে IRRI থেকে প্রাপ্ত (AS996 নামের ভিয়েতনামের একটি জাত) আই আর ৭৩৬৭৮-৬-৯বি সারিটি নতুন জাত ব্রিধান ৫৫ হিসেবে বোরো মৌসুমে সারা দেশে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৫ বিবিধ ঃ- (ক) গম প্রজনন বীজের অঙ্কুরোদগম মান সর্বনিম্ন ৮০% নির্ধারণ ঃ

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭২ তম সভার আলোচ্য সূচী ৭ মোতাবেক গম ফসলের প্রজনন বীজসহ ভিত্তি, প্রত্যায়িত ও টিএলএস বীজের সর্বনিম্ন অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা শতকরা কতভাগ হবে তা জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি পর্যালোচনা করে মতামতসহ বোর্ডের পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত রয়েছে। বর্তমানে গমের প্রজনন বীজের সর্বনিম্ন অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা শতকরা ৮৫ ভাগ এবং ভিত্তি ও প্রত্যাতিয় শ্রেণীর গম বীজের সর্বনিম্ন অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগ। তবে বারির প্রতিনিধি কর্তৃক উক্ত সভায় গমের মৌল বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা সাধারনতঃ শতকরা ৮০ ভাগ বা তার বেশী হলেই উত্তম বীজ বলে ধরা হয়। বিশেষ পরিস্থিতিতে গম বীজের সংকট হয় এবং সে কারণে ব্রিডার বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা ৮০% করার প্রস্তাব করা হয়। অতঃপর গমের মৌল বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা বর্তমানে সর্বনিম্ন ৮৫% এর স্থলে ৮০% নির্ধারণ করার বিষয়ে আলোচনার শুরুতে জনাব শাহ আলম, মহা ব্যবস্থাপক (বীজ) বিএডিসি বলেন যে, ব্রিডার বীজ ৮৫% এর নীচে নামানো ঠিক হবে না। বিশেষ পরিস্থিতিতে সভা করে কম অঙ্কুরোদগম সম্পন্ন লটের অনুমোদন নেয়া যেতে পারে। ড. খায়রুল বাসার, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি বলেন যে, গমের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতার হার কমানো না হলে বিশেষ সভা করে কম অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা সম্পন্ন গমের লটের অনুমোদন নিলে আইন ভঙ্গ করার শামিল হতে পারে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
সিদ্ধান্ত ঃ আপাততঃ গমের প্রজনন বীজের সর্বনিম্ন অংকুরোদগম ক্ষমতা পূর্বের ন্যায় শতকরা ৮৫ ভাগই বহাল থাকবে।

খ) আলুর জাত ছাড়করণ সহজীকরণ পদ্ধতি নির্ধারণের নিমিত্তে গঠিত আহবায়ক কমিটি কর্তৃক প্রনয়ণকৃত একটি কর্মপরিকল্পনা ঃ
আলু জাত ছাড়করণ সহজীকরণ পদ্ধতি সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। এ প্রেক্ষিতে জনাব আনোয়ারুল হক, এসএসবি, সীড ম্যানস সোসাইটি অব বাংলাদেশ উল্লেখ করেন যে, আলুর জাত ছাড়করণে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন পরীক্ষা নীরিক্ষার জন্য বর্তমানে ৪ (চার) বৎসর সময় লাগে। এর মধ্যে শুধু চতুর্থ বছর মাঠ মূল্যায়ণ দল কর্তৃক মূল্যায়ণ করা হয়। এ ছাড়া, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে লনেক জাত বাতিল করা হয়।

এ বাতিলের বিষয়টি আমদানীকারী প্রতিষ্ঠানকে জানানো হয় না। তিনি দ্বিতীয় বর্ষ থেকে মাঠ মূল্যায়ণ দল কর্তৃক ট্রায়াল মূল্যায়ণের প্রস্তাব করেন এবং কোন জাত বাতিল হতে তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করার অনুরোধ করেন। এ প্রসংগে সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে কোন জাত ট্রায়াল থেকে বাতিল করা হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে তা জানানো যেতে পারে। পরিচালক গবেষণা, বারি বলেন যে, নিবন্ধনের জ্য প্রতিবছরাই আলু বিভিন্ন জাত আমদানী করা হয়। ফলে জাত ছাড়করণে ৪ বছর কাল কোন সমস্যা হবে না। এ বিষয়ে উপ কমিটি প্রনীত আলুর জাত ছাড়করণের সহজীকরণের পদ্ধতি সুপারিশ মালা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
সিদ্ধান্ত ঃ উপ কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত আলুর জাত ছাড়করণে সহজীকরণ বিষয়ক সুপারিশমালা অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো। (সংযুক্ত ঃ সুপারিশমালা)

গ) গবেষণা প্রতিষ্ঠান ছাড়া বেসরকারী/প্রাইভেট সেক্টর কর্তৃক উদ্ভাবিত ইনব্রিড ধানের জত ছাড়করণের বিষয়ে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ ঃ
বেসরকারী/প্রাইভেট সেক্টর কর্তৃক উদ্ভাবিত ইনব্রিড ধানের জাত ছাড়করণের বিষয়ে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রনয়নের নিমিত্তে গঠিত আহবায়ক কমিটি কর্তৃক প্রনয়ণকৃত পরিকল্পনাটি সভায় উপস্থাপন করা হয়। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় কমিটির আহবায়ক জনাব আঃ ছালাম প্রাক্তন পরিচালক (গবেষণা) ব্রি কে উক্ত কর্ম পরিকল্পনাটি সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। অতঃপর জনাব আঃ ছালাম প্রাক্তন পরিচালক (গবেষণা) ব্রি উক্ত কর্মপরিকল্পনাটি সভায় উপস্থান করেন এবং উল্লেখ করেন যে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে Notified ফসলের জাত উদ্ভাবন ও ছাড়করণের সুযোগ বীজ নীতিতে দেয়া আছে কিন্তু এ বিষয়ে বীজ আইনেও উল্লেখ থাকা দরকার। তা ছাড়া ভবিষ্যত বজি নীতির আলোকে বীজ আইন সংশোধনের সুযোগ রয়েছে। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।
সিদ্ধান্ত ঃ উপ কমিটি কর্তৃক প্রনীত কর্ম পরিকল্পনাটি বিবেচনার জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

ঘ) হাইব্রিড ধানের অনুরূপ হাইব্রিড গমের মাঠ মূল্যায়ণ ও নিবন্ধন পদ্ধতি বিষয়ে কর্ম পরিকল্পনা তৈরী প্রসংগে।
এ ব্যাপারে আলোচনা কালে জনাব মোঃ মাসুম, চেয়ারম্যান, সুপ্রিম সীড কোং বলেন যে, হাইব্রিড গমের Heterosis % ১০-১২% এর বেশী হওয়া প্রায় অসম্ভব কিন্তু সুপারিশ মালায় Heterosis % কমপক্ষে Standdard Check থেকে শতকরা ২০ ভাগ বেশী হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।
সিদ্ধান্ত ঃ বিষয়টি Review এর জন্য সংশ্লিষ্ট উপ কমিটিকে দায়িত্ব দেয়া হলো।

ঙ) ধানের জিরা শাইল জাতটি স্থানীয় জাত হিসেবে তালিকাভুক্তকরণ ঃ
উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নওগাঁ গত ১৭/২/২০১০ইং তারিখে ৪৩৫ সংখ্যক স্মারকমূলে জিরা শাইল জাতটি স্থানীয় জাত হিসেবে অর্ন্তভুক্তির জন্য অনুরোধ করেন। পত্র মোতাবেক দেখা যায় বর্তমানে নওগাঁ জেলায় আমন ও বোরো মৌসুমে শতকরা ১৯ ভাগ জমিতে উক্ত জিরাশাইল জাতের আবাদ হচ্ছে। এ জাতের চাল চিকন এবং জীবনকাল ১৩৫-১৪০ দিন পর্যন্ত। মাঝারী উচুঁ জমিতে আবাদ উপযোগী। এ জাতের ভাত সুস্বাদু এবং অন্যান্য জাতের তুলনায় এর বাজার মূল্য বেশী হওয়ায় কৃষকদের মাঝে খুবই জনপ্রিয়। এ প্রেক্ষিতে আলোচনান্তে নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
সিদ্ধান্ত ঃ Local Improved variety (LIV) হিসেবে তালিকাভূক্ত করা যেতে পারে।

চ) নেরিকা ধানের ট্রায়াল প্লট স্থাপনের মাধ্যমে বীজ পরিবর্ধন এবং পরিকল্পনা গ্রহন প্রসংগে ঃ
বিএডিসি কর্তৃক নেরিকা ধানের ট্রায়াল প্লট স্থাপনের মাধ্যমে বীজ পরিবর্ধন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ ব্যাপারে বিএডিসি এর ১৪/১১/১০ইং তারিখের ২০১০-৪৭ নং স্মারকে মাধ্যমে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে উক্ত ধানের মাঠ পরিদর্শনসহ পদ্ধতিগত সহযোগিতা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। এ বিষয়ে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুযায়ী জানা যায় যে, উল্লিখিত জাতের ধানের জীবনকাল যদিও কম কিন্তু ফুল আসে অনিয়মিত (Irregular) এবং ফলনও কম হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ইনব্রিড নেরিকা জাত নটিফাইড ফসল বিধায় অন্যান্য ধান ফসলের অনুরূপ নিম্নবর্ণিত বিধির আলোকে পদ্ধতিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। (ক) The Seed Rules 1998 এর Form-1 পুরনপূর্বক অঞ্চল ভিত্তিক ট্রায়াল স্থাপন করতে হবে এবং একই rule অনুযায়ী DUS Test করতে হবে।

ছ) The Seeds (Amendment) Act, 2005 এর মোতাবেক Section-5 (6) অনুসরণ করতে হবে। এ বিষয়ে জনাব মোঃ শাহ আলম, জিএম (বীজ), বিএডিসি জানান যে, এ বিষয়ে তাদের কার্যক্রম চলছে যার আরো পর্যবেক্ষন দরকার। তা ছাড়া জনাব দুলার চন্দ্র সরকার, পরিচালক (সরেজমিন) ডিএই, খামারবাড়ী বলেন যে, পাহাড়ী এলাকায় জুম চাষাবাদে নেরিকা ধানের ফলন ভাল ফলন দিয়ে থাকে বলে মত প্রকাশ করেন। সভাপতি মোহদয় এ বিষয়ে একমত প্রকাশ করে আরো তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের ব্যপারে গুরুত্বারোপ করে বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
সিদ্ধান্ত ঃ আরো ফিল্ড Observation বাস্তাবায়নের মাধ্যমে অধিকতর তথ্য সংগ্রহ করে দেশের বিদ্যমান আইন বিবেচনা করে পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে বিএডিসি-কে যে কোন ধরণের পদ্ধতিগত সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

জ) হাইব্রিড ধান লিলি-১০ (CN-8101) জাতটির বাণিজ্যিক নাম "লিলি লক্ষী" ও ব্র্যাকের নিবন্ধিত হাইব্রিড ধান জাত আলোড়ন ২ (HB09) জাতটির বাণিজ্যিক নাম "সাথী" রাখার আবেদন করেছেন। এ প্রেক্ষিতে আলোচনান্তে নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
সিদ্ধান্ত ঃ নাম পরিবর্তনের আবেদন বিবেচনা করা যাবে না।

ঝ) হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ণ ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতিতে অংশ গ্রহনের জন্য এন্ট্রি ফি প্রদান প্রসংগে।
এ প্রেক্ষিতে আলোচনান্তে নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।
সিদ্ধান্ত ঃ হাইব্রিড ধানের জতা মূল্যায়ণ ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতির আলোকে ট্রায়ালে অংশগ্রহনকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ২ বৎসরের জন্য শুধু মাত্র একবার এন্ট্রি ফি নেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পুনঃট্রায়ালের ক্ষেত্রে এন্ট্রি ফি পুনরায় জমা দিতে হবে।

ঞ) হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ণ ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি সংশোধন।
এ সংক্রান্ত পূর্বে কমিটির সুপারিশ বিবেচনায় এনে নতুন কমিটির মাধ্যমে আরো Update করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

স্বাক্ষর/-
(মোঃ বছির উদ্দিন)
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১
ও
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ ওয়ায়েস কবীর)
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি, ফার্মগেট
ঢাকা-১২১৫
ও
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড।